মণ্ডলীর মধ্যে পাপ

Lesson 4 for July 25, 2026

"অথবা তোমরা কি জান যে, তোমাদের দেহ পবিত্র আত্মার মন্দির, যিনি তোমাদের অন্তরে থাকেন, যাঁহাকে তোমরা ঈশ্বর হইতে প্রাপ্ত হইয়াছ?আর তোমরা নিজের নও, কারণ মূল্য দ্বারা ক্রীত হইয়াছ। অতএব তোমাদের দেহে ঈশ্বরের গৌরব কর।"

(১ করিন্থীয় ৬:১৯, ২০)

পৌল ১ করিন্থীয় পুস্তকের পঞ্চম থেকে সপ্তম অধ্যায় প্রধানত এমন একটি পাপ দূর করার চেষ্টায় ব্যয় করেছেন, যা করিন্থের মণ্ডলীর গভীরে শিকড় গেড়েছিল: আর তা হলো যৌন অনৈতিকতা (বা ব্যভিচার)।

এই নির্দিষ্ট পাপটি ভাইদের নিজেদের মধ্যে সংঘটিত অপরাধ ও প্রতারণার মতো অন্যান্য পাপের দ্বারা আরও জটিল হয়ে উঠেছিল, যে বিষয়গুলো বিচারের জন্য ধর্মনিরপেক্ষ (বা দেওয়ানি) আদালতে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল।

স্পষ্ট ও সরাসরি ভাষায় পৌল শুধু পাপ নির্দেশই করেন না, বরং তা মোকাবেলা করার এবং পুনরায় তাতে পতিত হওয়া থেকে বিরত থাকার সমাধানও প্রস্তাব করেন।

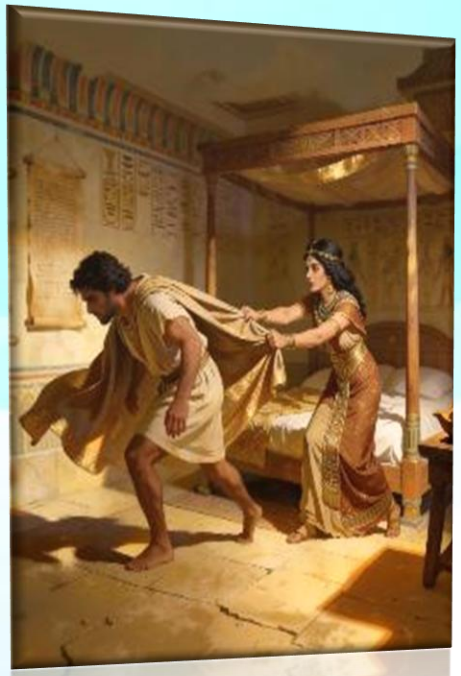

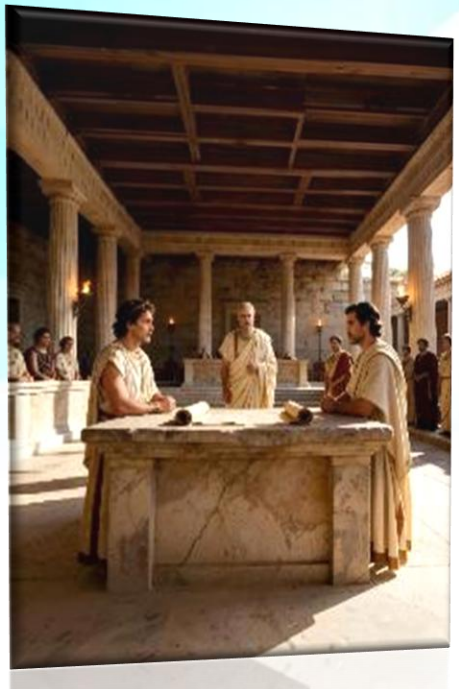

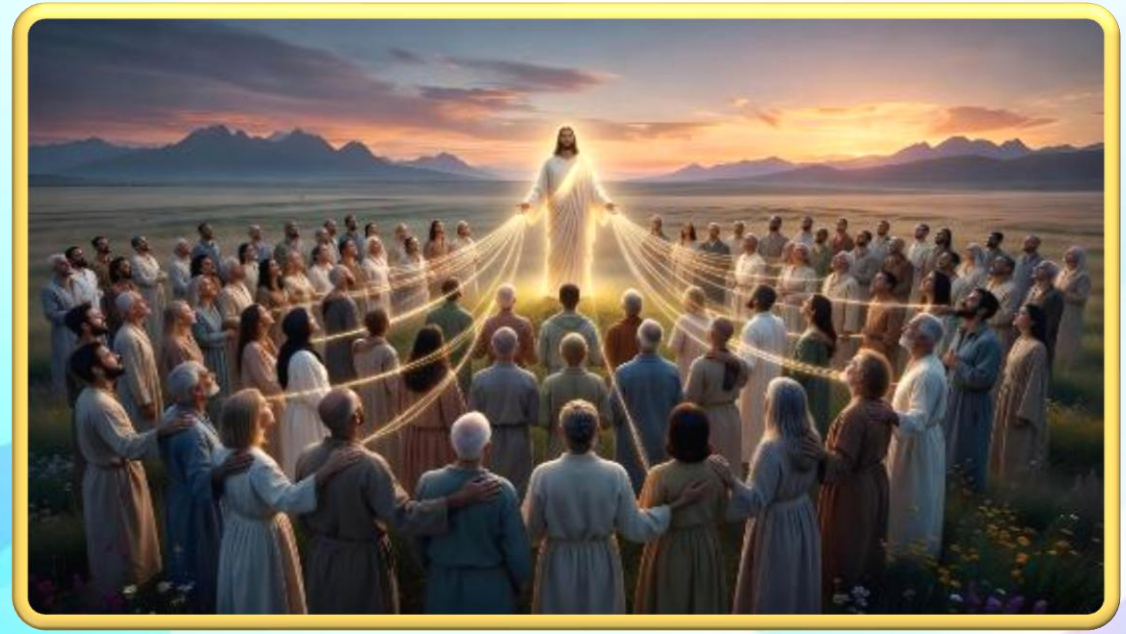

মণ্ডলীর মধ্যে পাপ

- সম্মতিপ্রাপ্ত পাপ
- পাপের নির্মূলীকরণ
- অভ্যন্তরীণ সমস্যা মোকাবেলা করা

মণ্ডলীর মধ্যে কীভাবে পাপ এড়ানো যায়

- পবিত্র আত্মার মন্দির
- নিয়মসঙ্গত যৌন সম্পর্ক

মণ্ডলীর
মধ্যে পাপ

সম্মতিপ্রাপ্ত পাপ

"আর তোমরা গর্ব করিতেছ! বরং বিলাপ কর নাই কেন, যেন এমন কর্ম যে ব্যক্তি করিয়াছে, তাহাকে তোমাদের মধ্য হইতে বাহির করিয়া দেওয়া হয়?" (১ করিন্থীয় ৫:২)

করিন্থের মণ্ডলীর মধ্যে 'যৌন অনৈতিকতা (বা ব্যভিচার) ছিল, এবং তা এমন এক ধরণের যা এমনকি পরজাতিরাও (বা অ‌ঈশ্বরবাদীরাও) সহ্য করে না' (১ করিন্থীয় ৫:১)

মণ্ডলীর ভেতরে এইরকম একটি অজাচারী (বা আপন রক্তের মধ্যে) সম্পর্কের অস্তিত্ব থাকা অত্যন্ত গুরুতর একটি বিষয় ছিল। কিন্তু পরিস্থিতি আরও খারাপের দিকে গিয়েছিল কারণ, মণ্ডলীর সদস্যদের মধ্যে এর বিরুদ্ধে কোনো তীব্র ঘৃণা বা ক্ষোভ তৈরি হওয়ার পরিবর্তে, তারা এই পাপটিকে প্রশ্রয় বা সহ্য দেওয়ার জন্য উল্টো গর্ব বোধ করছিল (১ করিন্থীয় ৫:২)।

মণ্ডলীটি মূলত পরজাতিদের (বা অ-ইহুদি পটভূমির বিশ্বাসীদের) নিয়ে গঠিত হয়েছিল। তাদের নিজস্ব বিবেকই তাদের বলছিল যে অজাচার কোনোভাবেই সহ্য করা উচিত নয়। তদুপরি, পবিত্র শাস্ত্রের জ্ঞান তাদের এই ধারণাকে আরও দৃঢ় করেছিল (লেবীয় পুস্তক ১৮:৮)

তারা যদি পরিষ্কারভাবেই জানত যে এই সম্পর্কটি পাপপূর্ণ... তবে কেন তারা এটি নিয়ে গর্ব করছিল (১ করিন্থীয় ৫:৬)? সংশ্লিষ্ট পরিবারটির কি মণ্ডলীর মধ্যে কোনো প্রভাব ছিল? তারা কি এমন একটি মণ্ডলী হিসেবে বড়াই করছিল যা পাপীদের প্রতি সহনশীল? নাকি অন্য কিছু...?

পাপের নির্মূলীকরণ

"কিন্তু বাহিরের লোকদের বিচার ঈশ্বর করিবেন। তোমরা আপনাদের মধ্য হইতে সেই দুষ্টকে বাহির করিয়া দেও।" (১ করিন্থীয় ৫:১৩)

অজাচারের (বা আপন রক্তের মধ্যে অবৈধ সম্পর্কের) ঘটনাটি ইতিমধ্যেই 'প্রকাশ্য জানাজানি' (১ করিন্থীয় ৫:১ এনআইভি) হয়ে গিয়েছিল, তাই মণ্ডলীর সুনামের ক্ষতি রোধ করার জন্য জরুরি পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হতো। কী ধরনের পদক্ষেপ নেওয়া উচিত ছিল?

এমন একটি বিচার বা রায় দেওয়া যা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির দোষী হওয়া বা না হওয়াকে নির্ধারণ করে (১ করিন্থীয় ৫:৩)

→

যতদিন পর্যন্ত কোনো ব্যক্তি নিজের পাপ পরিত্যাগ করতে অনিচ্ছুক থেকে নিজেকে মণ্ডলীর একজন সদস্য হিসেবে দাবি করার বিষয়ে জেদ ধরে থাকে, ততদিন পর্যন্ত সেই পাপীর সঙ্গে মেলামেশা করবেন না, এমনকি তার সঙ্গে আহারও করবেন না (১ করিন্থীয় ৫:১১)।

→

সেই পাপীকে বহিষ্কার করা এবং তাকে 'শয়তানের হাতে' সঁপে দেওয়া; যেহেতু এই পাপটিকে লালন করার মাধ্যমে সে স্বেচ্ছায় নিজেকে শয়তানের জোয়ালের (বা অধীনতার) নিচে সঁপে দেওয়ার পথ বেছে নিয়েছে (১ করিন্থীয় ৫:২খ, ৫ক, ১৩খ)।

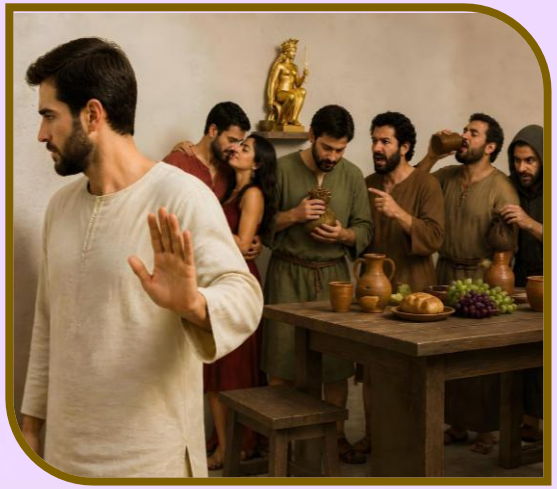

মণ্ডলীর শৃঙ্খলাবিধির (পাপের গুরুত্ব বা ভয়াবহতা যাই হোক না কেন) উদ্দেশ্য সর্বদা পরিত্রাণমূলক বা সংশোধনাধীন হতে হবে। ব্যক্তির ভুলটি স্পষ্টভাবে তুলে ধরতে হবে যাতে তারা তা উপলব্ধি করতে পারে, অনুতাপ করে এবং 'প্রভু যীশুর দিনে পরিত্রাণ পায়' (১ করিন্থীয় ৫:৫)।

অভ্যন্তরীণ সমস্যাবলীর মোকাবেলা করা

"তোমাদের মধ্যে কি কাঁহারও সাহস হয় যে, আর একজনের বিরুদ্ধে কোন কথা থাকিলে তাহার বিচার পবিত্রগণের কাছে লইয়া না গিয়া অধার্মিকদের কাছে লইয়া যায়?" (১ করিন্থীয় ৬:১)

"মণ্ডলীর ভেতরের পাপ কীভাবে সমাধান করতে হবে তা ব্যাখ্যা করার পর, সঠিক দিকনির্দেশনা অনুসরণ না করার জন্য এবং বিশ্বাসীদের মধ্যকার বিবাদগুলোর নিষ্পত্তির ভার ধর্মনিরপেক্ষ (বা জাগতিক) আদালতের ওপর ছেড়ে দেওয়ার জন্য পৌল তাদের তিরস্কার করেন (১ করিন্থীয় ৬:১-৬)। কিন্তু পৌল এখানেই থেমে থাকেননি, তিনি আরও গভীরে গিয়ে সমস্যার মূল শিকড়ে আঘাত হানেন।

- "প্রথমত, মণ্ডলীর সদস্যদের মধ্যে কোনো ধরনের মতবিরোধ বা বিবাদ থাকা উচিত নয় (১ করিন্থীয় ৬:৭ক) এবং স্বাভাবিকভাবেই, সদস্যদের একজন অন্য সদস্যের ওপর অন্যায় করা বা তাকে প্রতারিত করা উচিত নয় (১ করিন্থীয় ৬:৮)।

- দ্বিতীয়ত, ভাইদের অবশ্যই অপরাধ ক্ষমা করতে ইচ্ছুক হতে হবে (১ করিন্থীয় ৬:৭খ)।
- তৃতীয়ত, সদস্যদের মধ্যে যদি কোনো সমঝোতা বা মিল না হয়, তবে মণ্ডলীকেই তাদের মধ্যে বিচার বা মধ্যস্থতা করতে হবে (১ করিন্থীয় ৬:২)।"

বিষয়টি যদি কোনো ফৌজদারি বা অপরাধমূলক অপরাধ না হয় (রোমীয় ১৩:১-৫), তবে মণ্ডলীর অভ্যন্তরীণ সমস্যাগুলো অভ্যন্তরীণভাবেই সমাধান করা উচিত।"

আমাদের নিজেদের সেই বিশেষ দুর্বলতা ও পাপগুলোকে জানা আমাদের নিজেদেরই কাজ, যা (আমাদের জীবনে) অন্ধকার ও আত্মিক দুর্বলতা ডেকে আনে এবং আমাদের প্রথম প্রেমকে নিভিয়ে দেয়। এটা কি জাগতিকতা? এটা কি স্বার্থপরতা? এটা কি আত্মমর্যাদার বা নিজের প্রশংসার লোভ? এটা কি প্রথম বা সেরা হওয়ার প্রতিযোগিতা? এটা কি কামুকতার পাপ যা তীব্রভাবে সক্রিয় রয়েছে? এটা কি নিকলাইতীয়দের সেই পাপ, যা ঈশ্বরের অনুগ্রহকে লম্পটতায় (বা কামুকতায়) পরিণত করে? নাকি এটি মহান আলো, সুযোগ ও বিশেষ অধিকারগুলোর অপব্যবহার ও অপপ্রয়োগ, যার মাধ্যমে প্রজ্ঞা ও ধর্মীয় জ্ঞানের বড়াই করা হয়, অথচ জীবন ও চরিত্র অসংগত এবং অনৈতিক রয়ে যায়? যাকে এতকাল আদর দিয়ে লালন-পালন করা হয়েছে এবং যা আজ শক্তিশালী ও অপরাজেয় হয়ে উঠেছে—তা যাই হোক না কেন, তা জয় করার জন্য দৃঢ় সংকল্পবদ্ধ প্রচেষ্টা করুন, অন্যথায় আপনি হারিয়ে যাবেন (বা বিনষ্ট হবেন)।

EGW (Ye Shall Receive Power, December 18)

মণ্ডলীর অভ্যন্তরে পাপ বর্জন করার উপায়

পবিত্র আত্মার মন্দির

"অথবা তোমরা কি জান যে, তোমাদের দেহ পবিত্র আত্মার মন্দির, যিনি তোমাদের অন্তরে থাকেন, যাঁহাকে তোমরা ঈশ্বর হইতে প্রাপ্ত হইয়াছ?"
(১ করিন্থীয় ৬:১৯)

আইনি বিবাদের (বা মামলা-মোকদ্দমার) বিষয়টি আলোচনা করার পর, পৌল আবার মূল বিষয়ে ফিরে আসেন: মণ্ডলীর অভ্যন্তরে যৌন অনৈতিকতা। কেন এটি সেখানে বিদ্যমান ছিল?

খ্রিস্টানদের পবিত্রতার জন্য আহ্বান জানানো হয়েছে (১ করিন্থীয় ৬:১১), যা সমস্ত পাপকে বর্জন বা বাদ দেয়। কিন্তু কেউ কেউ যুক্তি দেখিয়েছিল যে, যেহেতু তাদের পাপ ইতিমধ্যেই ক্ষমা করা হয়েছে, তাই তারা তাদের শরীর নিয়ে যা খুশি তা-ই করতে পারে। এই কারণেই পৌল স্পষ্টভাবে ব্যাখ্যা করেছেন যে, 'শরীর যৌন অনৈতিকতার (বা ব্যভিচারের) জন্য নয়' (১ করিন্থীয় ৬:১২-১৩)।

তাঁর যুক্তি: আমাদের দেহ খ্রীষ্টের অঙ্গ। আমরা খ্রীষ্টের কোনো অঙ্গ নিয়ে তাকে কোনো বেশ্যা বা ব্যভিচারিণীর সঙ্গে যুক্ত করতে পারি না (১ করিন্থীয় ৬:১৫-১৮)।

অবশেষে, এটি আমাদের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে চিন্তা করতে পরিচালিত করে: আমাদের দেহ পবিত্র আত্মার মন্দির এবং সেই কারণে, তা আমাদের সম্পত্তি নয়, বরং ঈশ্বরের (১ করিন্থীয় ৬:১৯)। ঈশ্বর তাঁর পুত্রের মহামূল্যবান রক্ত দিয়ে আমাদের কিনেছেন, তাই আমাদের দেহ ও আত্মা উভয় দ্বারাই ঈশ্বরের মহিমা প্রকাশ করতে হবে (১ করিন্থীয় ৬:২০)।

আইনসম্মত যৌনতা

"কিন্তু ব্যভিচার নিবারণের জন্য প্রত্যেক পুরুষের নিজের নিজের ভার্যা থাকুক, এবং প্রত্যেক স্ত্রীর নিজের নিজের স্বামী থাকুক।" (১ করিন্থীয় ৭:২)

করিন্থের মণ্ডলী কর্তৃক উত্থাপিত কিছু প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার মাধ্যমে, পৌল আমাদের এটি বুঝতে সাহায্য করেন যে কীভাবে আমরা যৌন অনৈতিকতা (বা ব্যভিচার) থেকে পালিয়ে বাঁচতে পারি (১ করিন্থীয় ৭:১)।

মূলত: বিবাহিতদের উচিত তাদের জীবনসঙ্গীর সাথে আইনসম্মত যৌন সম্পর্ক উপভোগ করা; অবিবাহিতদের কারও সাথে যৌন সম্পর্ক রাখা উচিত নয়।

স্বামী-স্ত্রীর একে অপরের সাথে যৌন সম্পর্ক স্থাপন করতে অস্বীকার করা উচিত নয়, যাতে অন্যজনকে সম্ভাব্য ব্যভিচারের দিকে প্ররোচিত করা এড়ানো যায় (১ করিন্থীয় ৭:৩-৫)।

সংযমের বরপ্রাপ্ত অবিবাহিত ব্যক্তিরা পারিবারিক দুশ্চিন্তার সীমাবদ্ধতা ছাড়াই ঈশ্বরের সেবা করার সুযোগগুলোকে আরও ভালোভাবে কাজে লাগাতে পারেন (১ করিন্থীয় ৭:৬-৮, ৩২-৩৪)।

যেসব অবিবাহিত ব্যক্তির আত্মসংযমের (বা ইন্দ্রিয়দমনের) বিশেষ দান নেই, প্রলোভন এড়াতে তাদের বিয়ে করার চেষ্টা করা উচিত (১ করিন্থীয় ৭:৯)।

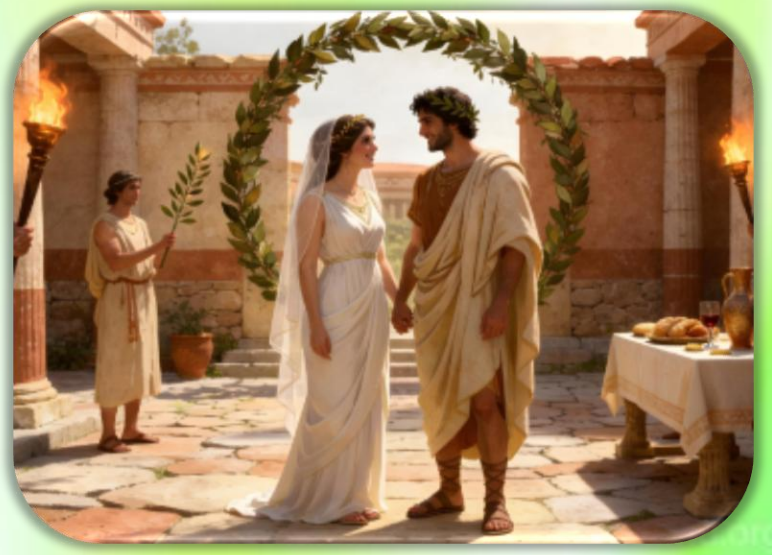

"ভুলকারীর জন্য পরিশ্রমে, প্রতিটি চোখ খ্রীষ্টের দিকে পরিচালিত হোক। [...] তারা পরিত্রাতার ক্ষমাশীল করুণার ভুলের সাথে কথা বলুক। তারা পাপীকে অনুতপ্ত হতে উৎসাহিত করুক, এবং যিনি ক্ষমা করতে পারেন তাকে বিশ্বাস করুন। [...]

পাপীর অনুতাপকে কৃতজ্ঞ চিত্তে গির্জা কবুল করুক। অনুতপ্ত ব্যক্তিকে অবিশ্বাসের অন্ধকার থেকে বিশ্বাস ও ধার্মিকতার আলোয় নিয়ে যাওয়া হোক। তার কম্পিত হাত যীশুর প্রেমময় হাতে রাখা হোক। এই ধরনের ক্ষমা স্বর্গে অনুমোদিত হয়।

EGW (The Desire of Ages, p. 806)